দৈনিক
ইনকিলাব

16 APR 2008
৩ ৪

ভুয়া শিক্ষার্থীদের নিয়ে বিপাকে ঢাবি কর্তৃপক্ষ

আদালতের অনুমতি নিয়ে শিক্ষা কার্যক্রমে অংশ নিচ্ছেন ৬৬ জন

শাহজাহান ওও ঃ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভুয়া শিক্ষার্থীদের নিয়ে বিপাকে পড়েছে কর্তৃপক্ষ। ভুয়া হিসাবে নিশ্চিত হয়ে ছাত্রত্ব বাতিল হওয়ার পরও আদালতের অনুমোদন নিয়ে শিক্ষা কার্যক্রমে অংশ নিচ্ছেন ৬৬ জন শিক্ষার্থী। যারা বৈধ ছাত্র-ছাত্রীদের মতোই হলে থাকা-খাওয়া থেকে শুরু করে ক্লাস-পরীক্ষা দিচ্ছেন। তবে ভুয়াদের জন্য সব কিছুতেই বিকল্প ব্যবস্থা রাখতে হচ্ছে কর্তৃপক্ষকে। নতুন রোল নম্বর, পরীক্ষার হলে আলাদা খাতা, আলাদাভাবে ফলাফল তৈরী করাসহ সবকিছু। আবার একজন শিক্ষার্থী রিট করলেই কর্তৃপক্ষকে ছুটতে হচ্ছে আদালত অভিমুখে। সব মিলিয়ে বাড়তি ঝামেলা পোহাতে হচ্ছে সংশ্লিষ্টদের। এদিকে এসব ভুয়া শিক্ষার্থীর রিটের জবাব দিতেও দীর্ঘসূত্রতার সৃষ্টি হচ্ছে বলে অভিযোগ উঠেছে। অন্যদিকে থেমে গেছে ভুয়া শিক্ষার্থী অনুসন্ধানের কাজও। তবে ভুয়া ভর্তি তথ্যানুসন্ধান কমিটির প্রধান প্রো-ভিসি প্রফেসর আ ফ ম ইউসুফ হায়দার বলেন, তথ্যানুসন্ধানের কাজ শেষ পর্যায়ে রয়েছে। আরও কয়েকটি প্রতিবেদন হাতে আছে। শিগগিরই কাজ শেষ হবে বলে জানান তিনি। ভুয়া হিসাবে নিশ্চিত হয়ে যাদের ছাত্রত্ব বাতিল হয়েছে, তাদের নতুন করে স্থায়ীভাবে শিক্ষা কার্যক্রমে ফেরার কোন সম্ভবনাও নেই বলে জানান প্রফেসর হায়দার।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বিভিন্ন বিভাগে অবৈধভাবে ভর্তি হওয়া ২০১ জনের ছাত্রত্ব বাতিল করা হয়েছে। এদের মধ্যে ৬৬ জন শিক্ষার্থী হাইকোর্টের রিট আবেদন করে শিক্ষা কার্যক্রমে অংশ নিচ্ছেন।

২০০৬ সালের ডিসেম্বরে লোক প্রশাসন বিভাগে ১১ জন ভুয়া শিক্ষার্থী ধরা পড়লে তোলপাড় সৃষ্টি হয়। সন্দেহ হয়, অন্য বিভাগেও এ ধরনের অবৈধ প্রক্রিয়া ভর্তি হওয়া শিক্ষার্থী থাকতে পারে। তখন বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রো-ভিসি প্রফেসর আ ফ ম ইউসুফ হায়দারকে প্রধান করে তথ্যানুসন্ধান কমিটি গঠন করা হয়। এই কমিটি গত প্রায় দেড় বছরে বিশ্ববিদ্যালয়ের বিভিন্ন বিভাগ ও ইনস্টিটিউট থেকে মোট ২০১ জন ভুয়া শিক্ষার্থী চিহ্নিত করে।

অনুসন্ধানে জানা গেছে, ছাত্রত্ব বাতিল হওয়ার পর এর বিরুদ্ধে হাইকোর্টে মোট ৫৫টি রিট আবেদন করেছেন ৬৬ জন ছাত্র-ছাত্রী। যার মধ্যে একটি রিট আবেদন করেছেন আট জন, আরেকটি করেছেন পাঁচ জন শিক্ষার্থী। এসব আবেদনের প্রেক্ষিতে হাইকোর্ট ছাত্রত্ব বাতিলের সিদ্ধান্ত স্থগিত করে বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষকে কারণ দর্শাতে বলেন। যতদিন পর্যন্ত বিশ্ববিদ্যালয় তার সিদ্ধান্তের সপক্ষে চূড়ান্ত প্রমাণ হাজির না করবে, ততদিন সংশ্লিষ্ট শিক্ষার্থীকে শিক্ষা কার্যক্রমে অংশ নিতে সুযোগ দেয়ারও নির্দেশ দেন আদালত। উক্ত আদালতের এ স্থগিতাদেশের বলে ৬৬ জন শিক্ষার্থী বিশ্ববিদ্যালয়ে লেখাপড়া শুরু করেছেন। সংশ্লিষ্ট সূত্রে জানা গেছে, স্থগিতাদেশ নিয়ে আসা শিক্ষার্থীরা নিয়মিত শিক্ষা কার্যক্রমে অংশ নিতে পারবেন তবে তাদের ফলাফল অপ্রকাশিত থাকবে। তারা আইনের চোখে ভুয়া হিসাবে চিহ্নিত হলে সেই ফলাফল কখনো প্রকাশ করা হবে না।

আবেদনকারীরা হলেন-আন্তর্জাতিক সম্পর্ক বিভাগের আমিনুল ইসলাম, আহমদ আল-রাজি, মোরশেদ মোঃ শিহাব শাহরিয়ার, মোঃ রোকনোজ্জামান, হুমায়রা আলী তানিয়া, ইমরান বাশার, দেলোয়ার শাহ্‌, মোঃ তওহিদুর রহমান, তানজিনা আহমদ, মোঃ আসাদুজ্জামান তুহিন, ফয়সাল উদ্দিন সজিব, শরীফা আফরিন নাহার, আব্দুল্লাহ আল জোবায়ের, কাজী মাসুম হাসান, মোঃ নাহিদ হাসান, আকিব হোসেন, এনামুল হাফিজ, গৌতম কুমার পাল, মাতিন হাসান, নূর নাহার খাতুন, সোনিয়া ফারজানা আকরাম, মোঃ আঃ আজিজ, মোঃ রইছ হোসেন, মোঃ মোহিব আল ফয়সাল, মোঃ ফজলে এলাহী, তাসনিম নার্গিস, মোঃ আসিফ হাসান সাকিব, কামিন ফাতেমা বিথি, হাসিফ মাহমুদ, মোঃ রেহমান নাসির বাবুল, উম্মে ফাতেমা রাখি, শামিমা আক্তার, মোঃ মহসিন খান, মোঃ খাজা বাহাউদ্দিন, খসরু মাইনুদ্দিন, রুবাইয়া জেসমিন, কে এম সোহেল সাদেহ, উম্মে হাসিন নাহিদে, মোঃ আসাদুজ্জামান, মোঃ সাখাওত মোস্তফা, মোঃ জহির উদ্দিন, নাশিয়া শারমিন, রোকসানা রহমান, সাবেরা সিদ্দিকা নাইস, লোকপ্রশাসন বিভাগের সাখিনুর রহমান, নুসরাত বুলবুল, নুসরাত জাহান, সাজিয়া জেরিন, মোঃ গোলাম রাব্বানী, আবুল বাশার মোঃ জাকির হোসেন, কিসমত আরা, মোঃ দেলোয়ার হোসেন, নাজিয়া আহমেদ, মাহবুবুর রহমান, অর্থনীতি বিভাগের মোঃ আল ফারুক, মোঃ আমিন রেজা, সমাজকল্যাণ ও গবেষণা ইনস্টিটিউটের সুমনা আফরোজ।

বিপাকে কর্তৃপক্ষ ঃ অবৈধ ভর্তির প্রমাণ পেয়ে ছাত্রত্ব বাতিলের পর আন্তর্জাতিক সম্পর্ক বিভাগের ছাত্র আমিনুল ইসলাম সর্বপ্রথম আদালতে রিট আবেদন করেন। গত বছরের ৩০ সেপ্টেম্বর আদালত তার ভর্তি বাতিল সংক্রান্ত সিদ্ধান্ত স্থগিতের নির্দেশ দেয় বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষকে। এরপর পর্যায়ক্রমে ৬৬ জন রিট করেন। ফলে প্রতিটি রিটের চিঠির পর সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষকে পুনরায় পুরাতন ফাইল ঘেঁটে তথ্য জোগাড় করে আদালতে হাজির হতে হয়। তাছাড়া আদালতের নির্দেশ অনুযায়ী এসব শিক্ষার্থীর জন্য আলাদা রোল নম্বর থেকে শুরু করে সব কিছুর ব্যবস্থা করতে হচ্ছে। ফলে বাড়তি ঝামেলা পোহাতে হয় সংশ্লিষ্টদের। এ ব্যাপারে উপ-রেজিস্ট্রার মনিরুল ইসলাম বলেন, আলাদাভাবে রিট করায় পৃথকভাবে জবাব দিতে হচ্ছে। তাছাড়া তাদের জন্য পৃথকভাবে সবকিছু করতে গিয়ে বাড়তি অনেক কাজ করতে হচ্ছে আমাদের।

শঙ্কা যেখানে ঃ ভুয়া হিসেবে ছাত্রত্ব বাতিল হওয়ার পরও ক্লাস করতে আসায় বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষক-শিক্ষার্থীদের মাঝে নানা ধরনের প্রতিক্রিয়া দেখা দিয়েছে। মেধার লড়াইয়ে জয়ী হয়ে ভর্তি হওয়া সাধারণ শিক্ষার্থীরা চরম ক্ষুব্ধ। আবার থেমে নেই ভুয়াদের ভুয়ামিও। গত পাঁচ বছরে অধিকাংশ মারামারির ঘটনার নেতৃত্বে ছিলেন তারা। আদালতের অনুমতি নিয়ে ফিরে এসে এখন তারা আগের চেয়ে সক্রিয়। এক্ষেত্রে মদদ যোগাচ্ছে ছাত্র রাজনীতি। এদিকে আদালতে রিটের পর ভুয়া হিসাবে প্রমাণ করতে বিশ্ববিদ্যালয়ের তৎপরতা নিয়েও সন্দেহ প্রকাশ করেছেন অনেকে। বিশেষ করে রিটের জবাবগুলো সঠিকভাবে দেয়া হচ্ছে না বলে অভিযোগ উঠেছে। বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের গাফিলতির কারণে আবারও ভুয়ারা স্থায়ীভাবে ফিরে আসে কি-না এ ব্যাপারে শঙ্কায় আছেন সবাই। অর্থনীতি বিভাগের শিক্ষক প্রফেসর এম এম আকাশ বলেন, ভুয়া শিক্ষার্থীদের বিরুদ্ধে নেয়া ব্যবস্থা কার্যকর করতে না পারলে তা প্রকৃত শিক্ষার্থীদের মধ্যে এক ধরনের হীনমন্যতা সৃষ্টি করবে।

কর্তৃপক্ষের বক্তব্য ঃ আদালত থেকে স্থগিতাদেশ আনা শিক্ষার্থীদের ভবিষ্যতে কি হবে- এ প্রশ্নের জবাবে ভিসি প্রফেসর এস এম এ ফায়েজ বলেন, নাগরিক হিসাবে যে কেউ আদালতের শরণাপন্ন হতে পারেন। তবে সিন্ডিকেট থেকে যাদের ছাত্রত্ব বাতিল করা হয়েছে, তারা কখনো নিজেদের নির্দোষ প্রমাণ করতে পারবেন না। কারণ, চূড়ান্তভাবে ছাত্রত্ব বাতিলের আগে যাবতীয় অভিযোগ ও তথ্য-প্রমাণ সতর্কতার সঙ্গে পরীক্ষা-নিরীক্ষা করা হয়েছে। প্রো-ভিসি প্রফেসর আ ফ ম ইউসুফ হায়দারও অনুরূপ মন্তব্য করেছেন। বিশ্ববিদ্যালয়ের আইন উপদেষ্টা ব্যারিস্টার আব্দুল হালিম চাকলাদার বলেন, সিন্ডিকেট যেসব প্রমাণের ভিত্তিতে তাদের ছাত্রত্ব বাতিল করেছে, সেসব প্রমাণ যথাসময়ে আদালতে পেশ করা হচ্ছে। আমি আশাবাদী যে, এ মামলায় আমরা জিতব।